



9449 - যাকাত ও সদকার মাঝে পার্থক্য কী?

প্রশ্ন

যাকাত ও সদকার মাঝে পার্থক্য কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

الزكاة (যাকাত)-এর শাব্দিক অর্থ: বৃদ্ধি, লাভ, বরকত ও পবিত্র করা।

দখুন, লসানুল আরাব (১৪/৩৫৮) ও ফাতহুল কাদীর (২/৩৯৯)।

আর الصدقة (সদকা) শব্দটি الصِدْق (আস-সদিক বা সত্য) থেকে গৃহীত। যহেতেু সদকা করা সদকাকারীর ঈমানের সত্যতার দলীল। দখুন: ফাতহুল কাদীর (২/৩৯৯)

শরয়ী পারভিষকি সংজ্ঞা:

যাকাত হচ্ছে: বিভিন্ন শ্রণীর সম্পদে আল্লাহ য়ে যাকাত ফরয করছেন শরীয়তের বর্ণনা অনুযায়ী সেগুলো এর হকদারদেরকে প্রদান করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত পালন।

আর সদকা হলো: সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা; য়ে ব্যয় শরয়িত আবশ্যক করেনি। অনেকে সময় ফরয যাকাতকেও সদকা বলা হয়।

যাকাত আর সদকার মাঝে পার্থক্য নমিনরূপ:

১. ইসলাম নরিদযিট কিছু জনিসিরে মধ্যে যাকাতকে আবশ্যক করেছে। যথা: স্বর্ণ, রৌপ্য, ফসল, ফল-ফলাদি, ব্যবসার পণ্য এবং গবাদিপশু তথা উট, গরু ও ছাগল-ভেড়া।

আর সদকা কোনোটো নরিদযিট বস্তুতে আবশ্যক নয়। বরং এটার ক্ষেত্রে মানুষ নরিদযিট না করে যা খুশি দান করতে পারে।

২. যাকাতের জন্য কিছু শর্ত আছে; যমেন বর্ষপূর্তি ও নসোব এবং প্রদয়ে যাকাতের সম্পদের নরিধারতি পরিমাণ আছে।

কিন্তু সদকার জন্য কোনও শর্ত নাই। সদকা যে কোনও সময়ে যে কোনও পরমাণে দেওয়া যায়।

৩. যাকাত: আল্লাহ তায়ালা নরিদষ্টি কিছু খাতে যাকাত বণ্টন করা আবশ্যক করছেন। এদের বাহরিতে অন্যদেরকে দেওয়া জায়গে নয়। আল্লাহর বাণীতে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: “যাকাত হল কেবল ফকরি, মসিকীন, যাকাতের কাজে নিয়োজিত কর্মী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের জন্য এবং ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে যারা আছে তারা ও মুসাফরিদের খাতে। এটি আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা তাওবাহ ৯:৬০]

আর সদকা যাকাতের আয়াতভুক্ত ব্যক্তিদেরকে দেওয়া যাবে, আবার অন্যদেরকেও দেওয়া যাবে।

৪. কারও উপর যাকাত আবশ্যক থাকা অবস্থায় যদি সে মারা যায়, তাহলে তার সম্পদ থেকে যাকাত বরে করা উত্তরাধিকারী ব্যক্তিদের উপর আবশ্যক। ওসীয়াত ও উত্তরাধিকারীদের অংশের উপর যাকাত অগ্রাধিকার পাবে।

আর সদকাতের এর কোনোটাই আবশ্যক নয়।

৫. যে ব্যক্তি যাকাত দাবে না সে শাস্তি পাবে; যমেনটা সহীহ মুসলমি (৯৮৭) বর্ণিত হাদীসে আছে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “সোনা-রূপা সঞ্চারকারী ব্যক্তি যদি এর যাকাত আদায় না করে তবে জাহান্নামের আগুনে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। তারপর এগুলোকে পাতের ন্যায় বানিয়ে এর দ্বারা তার পার্শ্ব এবং কপালে দাগ দেয়া হবে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা শেষে করা পর্যন্ত এমন এক দিনে যে দিনের পরমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এরপর তাকে তার পথ দেখানো হবে; জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। কোন উটের মালকি যদি এর যাকাত আদায় না করে তবে তাকে এক প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে অধোমুখী করে শায়তি করা হবে। এরপর সে উট পূর্বেরে চাইতেও অধিক মটোতাজা অবস্থায় মালকিরে নকিট উপস্থিতি হবে এবং তাকে পদদলতি করতে থাকবে। এদের শেষটি চলে গেলে আবার প্রথমটি ফিরে আসবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা শেষে করা পর্যন্ত এমন এক দিনে যে দিনের পরমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এরপর তাকে তার পথ দেখানো হবে; জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। বকরীর কোন মালকি যদি এর যাকাত আদায় না করে তবে তাকে প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে শায়তি করা হবে। এরপর সে বকরী পূর্বেরে চাইতেও অধিক মটোতাজা অবস্থায় মালকিরে নকিট উপস্থিতি হবে এবং স্বীয় খুর দ্বারা তাকে দলতি করবে ও শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। এদের মধ্যে সোনি কোনটাই শিবিহীন এবং উল্টো শিং বিশিষ্ট থাকবে না। যখন এদের শেষটি চলে যাবে তখন আবার প্রথমটি ফিরে আসবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা শেষে করা পর্যন্ত এমন এক দিনে যে দিনের পরমাণ হবে তোমাদের হিসাব অনুসারে পঞ্চাশ হাজার বছর। এরপর তাকে তার রাস্তা দেখানো হবে, জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। ... ”

আর সদকা ত্যাগকারী ব্যক্তির শাস্তি হবে না।

৬. যাকাত: চার মাযহাবেরে ঐকমত্যেরে ভিত্তিতে যাকাত মূল ও শাখা আত্মীয়দের কাউকে দেওয়া জায়যে নয়। মূল হল মা-বাবা, দাদা-নানাগণ এবং দাদী-নানীগণ। আর শাখা হল সন্তান-সন্ততি।

আর সদকা: মূল ও শাখা উভয় শ্রণীর আত্মীয়কে দেওয়া জায়যে।

৭. যাকাত: ধনী ও উপার্জনে সক্ষম সবল ব্যক্তিকে দেওয়া জায়যে নয়।

উবাইদুল্লাহ ইবনে আদী বর্ণনা করেন, আমাকে দুই ব্যক্তি এই খবর দিয়েছেন যে, তারা বদায় হজ্জের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছিলেন। তখন তিনি যাকাতের মাল বণ্টন করছিলেন। সেই ব্যক্তিদ্বয় তাঁর কাছে কিছু যাকাতের মাল চাইলেন। তখন তিনি তাদের দিকে উপরে ও নীচে চোখ ঘুরিয়ে তাকালেন। তিনি দেখলেন যে, আমরা শক্তিশালী। তখন তিনি বললেন: “তোমরা যদি চাও তবে আমি তোমাদের দু’জনকে দিবি। (কিন্তু জনে রাখো!) এই সম্পদে ধনী উপার্জনে সক্ষম সবল ব্যক্তির কোনও প্রাপ্য নাই।” [হাদীসটি আবু দাউদ (১৬৩৩) ও নাসাঈ (২৫৯৮) বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ ও অন্যান্যরা এটাকে সহীহ বলছেন]

দখুন, তালখীসুল হাবীর (৩/১০৮)।

আর সদকা: ধনী ও উপার্জনে সক্ষম সবল ব্যক্তিকে দেওয়া জায়যে।

৮. যাকাতের ক্ষেত্রে উত্তম হল স্থানীয় ধনীদর থেকে যাকাত আদায় করে স্থানীয় দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা। বরং অনেকে আলমে মনো করেন বিশেষ কোন কল্যাণ ছাড়া অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তর করা জায়যে নাই।

আর সদকা: কাছরে-দূররে সবার মাঝে বণ্টন করা যায়।

৯. যাকাত কাফরে ও মুশরিকদেরকে দেওয়া জায়যে নাই।

আর সদকা কাফরে ও মুশরিকদেরকে দেওয়া জায়যে।

যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর খাদ্যের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীদেরকে খাবার দান করে।” [সূরা ইনসান: ৮] কুরতুবী বলেন: মুসলিম দেশে বন্দী হিসেবে থাকে কেবল মুশরিক।

১০. একজন মুসলমিরে জন্য নজিরে স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া জায়যে নাই। ইবনুল মুনযরি এই বিষয়ে ফকীহদের ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করছেন।

আর সদকা স্ত্রীকে দেওয়া যত্নে পারে।



এগুলো যাকাত ও সদকার মাঝে বদ্যমান কছি পার্থক্য।

সকল পুণ্যরে কাজকে সদকা বলা হয়। বুখারী রাহমিহুল্লাহ তার সহীহ বইয়ে বলেন: “অধ্যায়: প্রত্যকেটি সৎকাজই সদকা।” তারপর তিনি তাঁর সনদে জাবরে ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “প্রতিটি সৎকাজই সদকা।”

ইবনে বাত্‌তাল বলেন: “হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মানুষ প্রত্যকে যে ভাল কাজ করে বা যে ভাল কথা বলে এর বদলে তার জন্য একটি সদকা লেখা হয়।”

নববী বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: “প্রতিটি সৎকাজ-ই সদকা” অর্থাৎ নকীর দকি সদকার অধিকৃত।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।